ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষকদের পদোন্নতিতে অনিয়ম

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

পদ পুনর্বিন্যাসের (রি-স্ট্রাকচারিং) মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন পদে ১৯৮৬ সালের পর যে ব্যক্তি পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি পাননি। পদ পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার ফলে এমনটি ঘটেছে।

পদ পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একজন লেকচারার এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে, একজন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এসোসিয়েট প্রফেসর পদে কিংবা একজন এসোসিয়েট প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৮৪ সালের দিকে যখন পদ পুনর্বিন্যাসে আইনকানুন তৈরি করা হয় তখন এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবীণ, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা। একজন শিক্ষক অনেকদিন ধরে এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছেন এবং তিনি তার বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ এবং যোগ্য। কিন্তু নির্ধারিত প্রফেসরের পদ খালি না থাকায় তিনি প্রফেসর হতে পারছেন না। এক্ষেত্রে পদ পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি এসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর-এ উন্নীত হবেন। এভাবে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের মূল্যায়নের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পদ পুনর্বিন্যাসের আইন তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পদ পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার ফলে এ পদ্ধতিতে যারা পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই অযোগ্য এবং অদক্ষ।

পদ পুনর্বিন্যাসের আইন অনুযায়ী লেকচারার পদ থেকে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে উন্নীত হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা এবং কোন স্বীকৃত জার্নালে বা বই আকারে তিনটি প্রকাশনা থাকতে হবে। পিএইচ-ডি ডিগ্রীধারীর এজন্য ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা ও একটি প্রকাশনা এবং এম, ফিল ডিগ্রীধারীর এজন্য ৩ বছর চাকরি এবং ২টি প্রকাশনা থাকতে হবে।

এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর থেকে এসোসিয়েট প্রফেসর পদে উন্নীত হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা (১৪ বছরের ৭ বছর এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। পি,এইচ-ডি ডিগ্রীধারীর এজন্য ৭ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা (৭ বছরের মধ্যে ৫ বছর এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। এম, ফিল ডিগ্রীধারীর এজন্য ১০ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা (১০ বছরের মধ্যে ৬ বছর এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। এছাড়া এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর থেকে এসোসিয়েট প্রফেসর পদে উন্নীত হবার জন্য আবেদনকারী শিক্ষকের কোন অনুমোদিত জার্নালে বা বই আকারে ৭টি প্রকাশনা থাকতে হবে। এর মধ্যে ৫টি প্রকাশনা তার এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর থাকাকালীন সময়ে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর পদে উন্নীত হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা (২৫ বছরের মধ্যে ১০ বছর এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। পিএইচ-ডি ডিগ্রীধারীর এজন্য ১২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা (১২ বছরের মধ্যে ৬ বছর এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। এম, ফিল ডিগ্রীধারীর এজন্য ২০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা (২০ বছরের মধ্যে ৭ বছর এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে হবে) থাকতে হবে। এছাড়া এসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর পদে উন্নীত হবার জন্য আবেদনকারী শিক্ষকের কোন স্বীকৃত জার্নালে বা বই আকারে ১৫টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। এর মধ্যে ৭টি প্রকাশনা তার এসোসিয়েট প্রফেসর থাকাকালীন সময়ে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পদ পুনর্বিন্যাসের এই সকল আইনকানুন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মূল্যায়ন হতো। কিন্তু আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, পদ পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকাশনাগুলো কোন স্বীকৃত জার্নালে বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকাশিত হবার দরকার হয় না। কেননা পদ পুনর্বিন্যাসের জন্য আবেদনকারী শিক্ষক যদি কোন স্বীকৃত জার্নাল-এর সম্পাদকের নিকট থেকে সুপারিশ নিয়ে আসতে পারেন যে তার লেখাগুলো ঐ জার্নালে প্রকাশিত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে বা প্রকাশিত হবে এবং ঐ আবেদনকারী শিক্ষক সম্পাদকের সুপারিশগুলো সিলেকশন বোর্ডে জমা দিলে তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে পদ পুনর্বিন্যাসের জন্য আবেদনকারী শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রকাশনাগুলোর একটি বা কয়েকটি কোন স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাকিগুলো হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে প্রকাশনাগুলো ছাপা হয়নি তার জন্য ঐ স্বীকৃত জার্নালের সম্পাদকের সুপারিশ নিয়ে এসে সিলেকশন বোর্ডে জমা দিলে ঐ শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি হয়ে যায়।

এভাবে প্রকাশনাগুলো না দেখেই শুধু সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতি দেবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে একজন শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়া হয় মেধার ভিত্তিতে, কিন্তু যখন সিলেকশন বোর্ড সম্পাদকের সুপারিশ দেখেই পদোন্নতি দেয় তখন শিক্ষকদের মেধা যাচাই হয় কি করে?

এভাবে পদ পুনর্বিন্যাসের আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ না করার ফলে প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসর এবং এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে অযোগ্য ব্যক্তিরা পদোন্নতি পাচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। তাছাড়া এই সকল অযোগ্য ব্যক্তি প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হবার পর দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে।

এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, হয় রি-স্ট্রাকচারিং-এর আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত, অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এই রি-স্ট্রাকচারিং পদ্ধতি বাতিল হওয়া উচিত।

তারিখ 15 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক সংবাদ